PARTNERSHIP ACT,1932

CMA (Dr) Tapan Kumar Samanta

অংশীদারের প্রকারভেদগুলি আলোচনা কর।

উঃ বিভিন্ন ধরনের অংশীদার দেখা যায়, এগুলো নিম্নরূপ:

a. **সক্রিয় অংশীদার:**

যে অংশীদার সক্রিয়ভাবে অংশীদারি কারবারে ব্যবসা পরিচালনার সাথে যুক্ত থাকে, তাকে সক্রিয় অংশীদার বলে।

b. **উপ -অংশীদার:**

অংশীদারি কারবারে অনেক সময় দেখা যায় যে কোন অংশীদার তার মুনাফার অংশ অন্য কোন ব্যক্তি কে হস্তান্তর করছে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মুনাফার অংশ পেয়ে থাকে তাকে উপ-অংশীদার বলে। এঁরা অংশীদারি স্বার্থের হস্তান্তর গ্রহীতার মতোই অধিকার ও মর্যাদা পেয়ে থাকে।

c. **মুনাফাভোগী অংশীদার:**

যখন কোন অংশীদার চুক্তি অনুযায়ী শুধু মাত্র মুনাফার অংশ ভোগ করে ,কিন্তু ক্ষতি বহন করে না, তখন সেই অংশীদারকে মুনাফা ভোগী অংশীদার বলে। তবে এঁরা ব্যাবসার দেনার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

d. **নিষ্ক্রিয় অংশীদার:**

অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু অংশীদার কারবার পরিচালনা তে অংশ গ্রহণ করে না কিন্তু কারবারের মুনাফা হলে সেই মুনাফার অংশ গ্রহণ করে এবং ক্ষতি হলে অংশমত দায় বহন করে। এই শ্রেণীর অংশীদারকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে।

e.**নাবালক অংশীদার:**

কোন নাবালক অংশীদারি কারবারের অংশীদার হতে পারে না, কারণ ভারতীয় চুক্তি আইন অনুযায়ী নাবালকের চুক্তি করার যোগ্যতা নেই। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অংশীদারি কারবার অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী গড়ে ওঠে। তবে অংশীদারি আইনের 30 ধারা অনুযায়ী সমস্ত অংশীদাররা সম্মত হলে নাবালক কে অংশীদারি কারবারের সুবিধা ভোগী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সে শুধু লভ্যাংশ পেতে পারে, কিন্তু তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

f. **নামেমাত্র অংশীদার:**
যে অংশীদার নিজের নামঅংশীদারি ব্যবসায়ে ব্যাবহার করার অনুমতি দিলেও ব্যাবসা থেকে কোন কিছু সুবিধা ভোগ করে না তাকে নামেমাত্র অংশীদার বলে। তবে ব্যবসার তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে কোন দেনা থাকলে এধরনের অংশীদার সেই দেনার জন্য দায়ী থাকে।

g. **অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার:**
কারবার থেকে যে কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদারের অনুমতি নিতে হয় এবং সেই অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাকে অবসর নিতে হয়। অবসর গ্রহণের পর অংশীদারি ব্যবসায়ে অবসরপ্রাপ্ত অংশীদারের নাম ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট অংশীদার তৃতীয় ব্যাক্তির কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা কর।

1932 সালের অংশীদারি আইনের 13 ধারা তে অংশীদারদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা আছে।

অংশীদারদের অধিকার:

a.**কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ:**
প্রতিটি অংশীদার কারবার পরিচালনা তে অংশগ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ তাদের কারবার পরিচালনে অংশ গ্রহনের অধিকার থাকে।

b. **মুনাফার অংশ:**
চুক্তিতে ভিন্ন কোন শর্ত না থাকলে অংশীদারগণ সমানভাবে অংশীদারি কারবারের মুনাফা ভাগ করে নেবে।

c.**হিসাব দেখা:**
প্রত্যেক অংশীদারের কারবারের হিসাবের খাতাপত্র দেখার,পরীক্ষা করার এবং তার প্রতিলিপি পাবার অধিকার থাকে।

d. **পারিশ্রমিক:**
চুক্তিতে অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে কারবারের ব্যাবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন অংশীদারের পারিশ্রমিক দাবি করার অধিকার থাকে না।

e. **মূলধনের উপর সুদ:**

চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে, কোন অংশীদারই তার মূলধনের উপর সুদ পাবার অধিকারি নয়।

f. **ঋণের উপর সুদ:**
মূলধন ছাড়াও কোন অংশীদার যদি কারবারে ঋণ প্রদান করে তাহলে সুদের হারের উল্লেখ না থাকলে 6 শতাংশ হারে ঋণের উপর সুদ পাবার অধিকারি।

g. **প্রতিনিধি হিসেবে গৃহীত হওয়া:**
প্রতিটি অংশীদার অন্য অংশীদারদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয় এবং ব্যবসাতে সে যে কাজ করে তার জন্য অন্যান্য অংশীদাররাও দায়বদ্ধ থাকে।

h. **ক্ষতিপূরণ পাওয়া:**
ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোন অংশীদার যদি কোন অর্থ ব্যয় বা দায়স্বীকার করে, তা হলে অংশীদারি কারবার থেকে সে প্রয়োজনিও ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী।

i. **মতপ্রকাশ:**
কারবারের সাধারণ বিষয়ে কোনো মতভেদ হলে অংশীদারদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশীদারের মতপ্রকাশের অধিকার থাকে। কিন্তু সকল অংশীদারের সম্মতি ছাড়া ব্যবসায়ের প্রকৃতি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন করা যায় না।

j. **অবসর গ্রহণের অধিকার:**
কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করতে চাইলে তাকে অন্যান্য অংশীদারদের সম্মতি নিতে হবে। ইচ্ছাধীন অংশীদারি বিলুপ্তির ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যান্য অংশীদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবসর গ্রহণ করা যায়।

অংশীদারদের কর্তব্য:

a. **সকলের সুবিধা দেখা:**
সকলের যাতে সুবিধা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক অংশীদার কাজ করবে। কোথাও থেকে কোন সুবিধা অর্জ্যন করলে সংশ্লিষ্ট অংশীদার তা অন্য অংশীদারদের সাথে ভাগ করে নেবে।

b. **প্রতারণার জন্য ক্ষতিপূরণ:**

অংশীদারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কালে যদি কোন অংশীদার প্রতারণা করে এবং সেজন্য অন্যান্য অংশীদার তৃতীয় ব্যাক্তির কাছে দায়বদ্ধ হয় এবং আর্থিক ক্ষতি বহন করে, সেক্ষেত্রে যে অংশীদার প্রতারণা করেছিল সে অন্যান্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দেবে।

c. **ক্ষতি বহন করা:**
অংশীদারি কারবারের ক্ষতি হলে এবং বিপরীত মর্মে কোন চুক্তি না থাকলে, সকল অংশীদার সমানভাবে ক্ষতির দায় বহন করবে।

d. **ক্ষমতার হস্তান্তর:**
অংশীদারি আইনের 29 ধারা অনুযায়ী কোন অংশীদার তার মুনাফার অংশ এবং অংশীদারিতে তার সম্পত্তির অংশ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য ব্যাক্তিকে হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু তার অধিকার এবং স্বার্থ এমন ভাবে হস্তান্তর করতে পারে না যার ফলে তৃতীয় ব্যাক্তি অংশীদারি কারবারের অংশীদার হতে পারে।

e. **ব্যাক্তিগত মুনাফার হিসাব জানানো:**
অন্যান্য অংশীদারের সম্মতি ছাড়া অংশীদারিতে কেউ ব্যাক্তিগত মুনাফা করতে পারবে না। যদি অংশীদারি কারবারের নাম ভাঙ্গিয়ে কোন অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে কোন টাকা নেয়, সে ক্ষেত্রে ওই টাকার হিসাব দিয়ে সে তা কারবারে জমা দিতে বাধ্য থাকিবে।

f. **অধিকার বহির্ভূত কাজ:**
কোন অংশীদার অংশীদারি কারবারে তার অধিকার বহির্ভূত কোন কাজ করবে না। যদি করে এবং তার ফলে কোন ক্ষতি হয় তা হলে, সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।